মহাত্মা গান্ধীর জীবনী (Mahatma Gandhi Biography in Bengali)

মহাত্মা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধী (২রা অক্টোবর ১৮৬৯ – ৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮) ছিলেন অন্যতম ভারতীয় রাজনীতিবিদ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন এবং প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা। এছাড়াও তিনি ছিলেন **সত্যাগ্রহ আন্দোলনের** প্রতিষ্ঠাতা। যার মাধ্যমে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ তাদের অভিমত প্রকাশ করে। এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অহিংস মতবাদ বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে এবং এটি ছিল **ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের** অন্যতম চালিকা শক্তি, সারা বিশ্বে মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার পাওয়ার আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণা। নবজাগ্রত জাতির হাতে তিনিই তুলে দিয়েছিলেন '**অহিংসা**' নামক অমোঘ এক অস্ত্র । তিনি গোটা ভারতে এবং বিশ্ব জুড়ে **মহাত্মা (মহান আত্মা)** এবং **বাপু (বাবা)** নামে পরিচিত। ভারত সরকার তাঁকে ভারতের **'জাতির জনক'** হিসেবেও ঘোষণা করে।

নাম	**মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধী**
জন্ম	২ অক্টোবর ১৮৬৯
মৃত্য	৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮
মৃত্যুকালীন স্থান ও বয়স	নয়াদিল্লী, ভারত (বয়স ৭৮ বছর)
জন্মস্থান	পোরবন্দর, গুজরাট, ব্রিটিশ ভারত
পিতার নাম	করমচাঁদ উত্তমচাঁদ গান্ধী
মাতার নাম	পুতলিবাই গান্ধী
দাম্পত্য সঙ্গী	কস্তুরবা মাখাঞ্জী

সন্তান	হরিলাল গান্ধী, মনিলাল গান্ধী, রামদাস গান্ধী এবং দেবদাস গান্ধী
জাতীয়তা	ভারতীয়
অন্যান্য নাম	মহাত্মা গান্ধী, বাপুজি, গান্ধীজি
শিক্ষা	ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন
পেশা	উকিল, রাজনীতিবিদ, আন্দোলনকারী, লেখক
কর্মজীবন	১৮৯৩–১৯৪৮
পরিচিতির কারণ	ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনঅহিংস আন্দোলন
রাজনৈতিক দল	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
পুরষ্কার	Time Person of the Year (১৯৩০)
সন্তান	হরিলালম, নিলালরামদাসদেবদাস
মৃত্যু	৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮

মহাত্মা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আজকে এই পোস্টের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর জীবনী সম্পর্কে নানান অজানা তথ্য গুলি জেনে নেবো।

⇒ মহাত্মা গান্ধীর জীবনী বিস্তারিত আলোচনা

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মহাত্মা গান্ধী **১৮৬৯ সালের ২ রা অক্টোবর** পোরবন্দরের হিন্দু মোধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যার বাল্য নাম ছিল **মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী** । গান্ধীজীর পূর্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে **কাথিয়াবাড় প্রদেশের** পোরবন্দর নামক স্থানের দেওয়ান ছিলেন । পারিবারিক আদর্শের বেদি মঞ্চেই তাঁর মহৎ জীবনের দীক্ষা। পিতার তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা ও বুদ্ধি এবং মাতার ধর্মপ্রাণতা ,ক্ষমা, করুণা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবিক গুণ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন । তিনি জন্মেছিলেন **হিন্দু বৈশ্য গোত্রে**, যা ছিল ব্যবসায়ী গোত্র।

মহাত্মা গান্ধীর পিতৃপরিচয়

মহত্মা গান্ধীর বাবার নাম **করমচাঁদ গান্ধী (Karamchand Gandhi)**। তার পিতা ছিলেন গুজরাতের পোরবন্দরের দেওয়ান (প্রধান মন্ত্রী)। **মহাত্মা গান্ধীর (Mahatma Gandhi) ডাকনাম ছিল কাবা গান্ধী ।** গুজরাটের সামাজিক রীতি-নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, ছেলের নামকরণের সময় বাবার নামও তার নামের সঙ্গে জুড়ে দিতে হত। তাই গান্ধীজীর নামের সাথে 'করমচাঁদ' জুরে নাম রাখা হয়েছিল **মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী**। সেই সময়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী গান্ধীর বাবা চারটি বিবাহ করেছিলেন। করমচাঁদের চার স্ত্রীর মধ্যে তার তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন নিঃসন্তান। প্রথম দুই স্ত্রী কম সময়ের ব্যবধানে মারা যাওয়ার পর করমচাঁদ মহত্মা গান্ধীজীর মা কে বিয়ে করেন।

মহাত্মা গান্ধীর মাতৃপরিচয়

মহত্মা গান্ধীর মা এর নাম **পুতলিবাই গান্ধী (Putlibai Gandhi)।** তিনি প্রাক্তন রাজকোট দেওয়ান করমচাঁদ গান্ধীর কনিষ্ঠা বা চতুর্থ স্ত্রী। পুতলিবাই প্রণামী বৈষ্ণব গোষ্ঠীর ছিলেন এবং হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ সেবিকা ও কঠিন ধর্মানুরাগী নারী। পুতলিবাই-এর পিত্রালয় ছিল গুজরাটের জুনাগড় রাজ্যের দাঁতরানা (দন্তরানা) নামে একটি গ্রামে। তিনি করমচাঁদের থেকে বয়সে বাইশ বছরের ছোট ছিলেন। মোহনদাস ছিলেন তার কনিষ্ঠ সন্তান। যাকে তিনি আদর করে **মনিয়া** বলে ডাকতেন।

মহাত্মা গান্ধীর শৈশবকাল

বাল্য ও শৈশবের শিক্ষা কাথিয়াবাড়ে সমাপ্ত করেন মোহনদাস। তার শৈশব কালে প্রিয় খেলা ছিল **কুকুরের কান মোচড়ানো।** গান্ধীর ব্যাপারে তার বোন মন্তব্য করেন, তিনি খেলাধুলা কিংবা ঘুরাঘুরির ব্যাপারে পারদের মত নিশ্চল ছিলেন। ধার্মিক মায়ের সাথে এবং গুজরাতের জৈন প্রভাবিত পরিবেশে থেকে গান্ধী ছোটবেলা থেকেই জীবের প্রতি অহিংসা, নিরামিষ ভোজন, আত্মশুদ্ধির জন্য উপবাসে থাকা, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিষয় শিখতে শুরু করেন।[

এরপর বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি অধ্যয়ন করেন । পরে দেশে ফিরে এসে বোম্বাই হাইকোর্টে আইনব্যবসা আরম্ভ করেন ।

মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাজীবন

মহাত্মা গান্ধী ছোটবেলায় পোরবন্দর ও রাজকোটের ছাত্রজীবনে মাঝারি মানের ছাত্র ছিলেন। গান্ধীর বয়স যখন ৯ বছর তখন তিনি রাজকোটের একটি স্থানীয় স্কুলে ভর্তী হন এবং পাটিগণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং ভাষার মৌলিক বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেন। 11 বছর বয়সে, তিনি রাজকোটের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৮৭ সালে **১৮ বছর বয়সে** কোন রকমে **ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ** হয়ে, ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে গুজরাতের ভবনগরের সামালদাস কলেজে ভর্তি হন। তিনি কলেজেও সুখী ছিলেন না, কারণ তার পরিবারের ইচ্ছা ছিল তাকে আইনজীবী করা। বাবার ইচ্ছে পুরণ করতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র **২০ বছর বয়সে ১৮৮৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর** ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য **লন্ডনে** যান। এরপর দেশের মাটিতে পা রাখলেন **১৮৯১ সালে ব্যারিস্টারি পাস** করে। তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয় **বম্বে হাইকোর্টে** যোগ দেওয়ার মাধ্যমে।

মহাত্মা গান্ধীর কর্মজীবন

বম্বে হাইকোর্টে ওকালতি দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও, তিনি তাঁর প্রথম মামলায় খুব নার্ভাস হয়ে যান। যখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করার সময় আছে তখন তাঁর মাথা শূন্য হয়ে যায়। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেও গান্ধী সেই মুখচোরাই ছিলেন। ব্যবসায় প্রসার ছিল না। প্রসার হবেই বা কিভাবে? আদালতে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে তার যে পা কাঁপত। বিপক্ষের উকিল কিছু বললে তিনি আমতা আমতা করে কোন উত্তরই দিতে পারতেন না। এমন উকিলকে কে চাইবে? অগত্যা গান্ধীজী তার ক্লায়েন্টকে সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক ফেরত দিয়ে দেন। এরপর গান্ধীজি দাদা আব্দুল্লা এন্ড সন্সের আইনজীবী হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। সেসময় দক্ষিণ আফ্রিকায় এশিয়াবাসী তথা কালো মানুষদের ওপর নানা অত্যাচার হতো। সেখানে গান্ধীজি অহিংসভাবে শুরু করলেন **‘অহিংস সত্যাগ্রহ’** সংগ্রাম । **২২শে মে ১৮৯৪ সালে** গান্ধী **নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস** প্রতিষ্ঠা করেন।

মহাত্মা গান্ধীর বিবাহ জীবন

১৮৮৩ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মহাত্মা গান্ধী তার বাবা মায়ের পছন্দে **কস্তুরবা মাখাঞ্জীকে** (কাস্তুবাই নামেও পরিচিত ছিলেন) বিয়ে করেন। তাদের চার পুত্র সন্তান জন্মায় যাদের নাম **হরিলাল গান্ধী, (জন্ম ১৮৮৮) মনিলাল গান্ধী, (জন্ম ১৮৯২) রামদাস গান্ধী (জন্ম ১৮৯৭) এবং দেবদাস গান্ধী (জন্ম ১৯০০) সালে।**

মহাত্মা গান্ধী: ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা

দক্ষিণ আফ্রিকাতে ২১ বছর কাটানোর পর ১৯১৫ সালের ৯ই জানুয়ারী গান্ধী ভারতে ফিরে আসেন। এইজন্য ওই দিনটিকে *প্রবাসী ভারতীয় দিবস* হিসাবে পালন করা হয়। গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতি এবং ভারতীয় জনগণের সাথে পরিচয় হয় গোপালকৃষ্ণ গোখলের মাধ্যমে, যিনি তৎকালীন একজন সম্মানিত কংগ্রেস নেতা ছিলেন।

গান্ধীর প্রথম বড় কৃতিত্ব ছিল ১৯১৮ সালে যখন তিনি বিহারের **চম্পারণ ও খেদা আন্দোলনের** নেতৃত্ব দেন। এছাড়াও তিনি তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে **অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, স্বরাজ এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের** নেতৃত্ব দেন।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন

পাঞ্জাবের **জালিয়ানওয়ালাবাগে** সাধারণ মানুষের উপরে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের ফলে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে যায় এবং সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। গান্ধী তার অহিংস কর্মের সামগ্রিক পদ্ধতিকে সত্যাগ্রহ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ **নেলসন ম্যান্ডেলা এবং মার্টিন লুথারের** মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের স্বাধীনতা, সাম্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগ্রামে প্রভাবিত করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ ছিল প্রকৃত নীতি ও অহিংসার উপর ভিত্তি করে।

⇒ ভারতবর্ষে গান্ধীজীর কয়েকটি আন্দোলন

১. চম্পারন আন্দোলন–

১৯১৮ সালে গান্ধীজী ইংরেজ জমিদারদের বিরুদ্ধে বলপূর্বক নীল চাষ করানোর অভিযোগ এনে চম্পারন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

২. খেড়া সত্যাগ্রহ–

১৯১৮ সালে খেড়া নামক স্থানে মনে হয় এবং প্রচুর ফসল নষ্ট হয়েছিল, যার ফলে কৃষকদের কর ছাড়ের প্রয়োজন ছিল। ফলস্বরূপ, গান্ধীজি পুনরায় অহিংস খেড়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন।

৩. খিলাফত আন্দোলন–

খিলাফত আন্দোলন সর্বভারতীয় আন্দোলন ছিল। ১৯১৯ সালে গান্ধীজীর অনুমান করলেন যে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ফলে তিনি মুসলিম সমাজের কাছে যান। তাঁ পরিকল্পনা ছিল হিন্দু মুসলিম একতা বজায় রেখে ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করা।

৪. অসহযোগ আন্দোলন

বিভিন্ন আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য ইংরেজ সরকার **১৯১৯ রাওলাট আইন (Roulatt Act)** পাশ করেন। এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। মহাত্মা গান্ধী এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে **১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন** শুরু করেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়রা যেন কোন ভাবে ইংরেজদের সাহায্য না করে।

৫. ডান্ডি আন্দোলন

১৯৩০ সালে তিনি এই শুরু করেন। এ আন্দোলন লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন বা ডান্ডি আন্দোলন বা ডান্ডি মার্চ বা **Civil Disobedience Movement** নামে পরিচিত।

৬. ভারত ছাড়ো আন্দোলন

১৯৪২ সালে তিনি বিস্তৃতভাবে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করেন।

গান্ধিজী ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ:

১৯৪৬ এর নৃশংস সাম্প্রদায়িকতা হল সেই বিষফল । দেশ দ্বিখণ্ডিত হল ; জন্ম নিল দুই ভূখণ্ড ; ভারত ও পাকিস্তান । ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ ই আগস্ট ভারত দেশভাগের মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে । সেই বছরেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য গান্ধীজির । নোয়াখালি সফর ভারত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । অপরদিকে, পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে একদিন আগে ১৪ ই আগস্ট ১৯৪৭ ।

গাঁধীজির জীবনাবসান

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধীকে এক আততায়ী গুলি করে হত্যা করা হয়। সে সময় তিনি নতুন দিল্লীর বিরলা ভবন (বিরলা হাউস) মাঝে রাত্রিকালীন পথসভা করছিলেন। নতুন দিল্লির রাজঘাটের স্মৃতিসৌধে আছে – "হে রাম" – শব্দ দুটিকে গান্ধীর শেষ কথা বলে বিশ্বাস করা হয়। গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী, তার দেহভস্ম বিশ্বের বেশ কয়েকটি প্রধান নদী যেমন: নীলনদ, ভোলগা, টেমস প্রভৃতিতে ডুবানো হয়।

⇒ গান্ধীজীর বিভিন্ন উপাধি

- নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজী কে **রাষ্ট্রপিতা** বলে সম্বোধন করেন।
- ভারত বর্ষে মহাত্মা গান্ধীকে **জাতির জনক** বলা হয়।
- রবীনাথ ঠাকুর মাতা গান্ধীজী কে **মহাত্মা** উপাধি দেন।
- গান্ধীজিকে **অর্ধনগ্ন সাধু (Half Naked Saint)** বলতেন **Frank Mores** ।
- **চার্চিল** (Winston Churchill, ১৯৩১) গান্ধীজীকে **ফকির** বলতেন।

⇒ মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনীর নাম কী?

"My experiments with truth".

⇒ গান্ধীজীর লেখা বই গুলি কী কী?

- **হিন্দ স্বরাজ** (Hind Swaraj), ১৯০৯
- **My experiments with truth**, ১৯২৭ – মহাত্মা গান্ধীর আত্ম জীবনী

⇒ গান্ধীজী সম্পাদিত পত্র পত্রিকা

- Indian Opinion (১৯০৩-১৫) – ইংরেজি, হিন্দি, গুজরাটি ও তেলেগু ভাষায়।
- Harijan (হরিজন ১৯১৯-৩১) – ইংরেজি, গুজরাটি ও হিন্দি ভাষায়।
- Young India – ইংরেজি ও গুজরাটি ভাষায়।

গান্ধী বিষয়ক বই গুলি কী কী?

বেশ কয়েকজন জীবনীকার গান্ধীর জীবনী রচনার কাজ করেছেন। এর মধ্যে দুইটি রচনা প্রণিধানযোগ্য।

- Mahatma. Life of Mohandas Karamchand Gandhi – ডি. জি. তেন্ডুলকর
- Mahatma Gandhi – পিয়ারীলাল ও সুশীলা নায়ার
- Gandhi Behind the Mask of Divinity – আমেরিকান সেনাবাহিনীর জি বি সিংহ

♦ গান্ধীজীর সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য :

- ১৮৮৮ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তিনি লন্ডনে যান।
- ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাঝে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তার নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বরাজের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন সংবিধান গ্রহণ করেন।
- ৪টি মহাদেশের ১২টি দেশের গণ-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

- ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানান।
- ১৯৩৩ সালের ৮ মে তিনি হরিজন আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ২১ দিন ধরে অনশন করেন।
- ব্রিটেন মহাত্মার জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ১৯৬৯ সালে তাঁর নামে ডাকটিকিট চালু করে।
- স্বাধীনতা পাওয়ার পরে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্রথম বক্তৃতার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না গান্ধী। ধর্মীয় সংহতি বজায় রাখতে কলকাতায় ছিলেন তিনি।
- মহাত্মা গান্ধীর ইংরেজি উচ্চারণের মধ্যে আইরিশ প্রভাব ছিল। কারণ তাঁর প্রথম শিক্ষক ছিলেন একজন আইরিশ।
- গান্ধীজী কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাননি। তবে সেখানেও তাঁর ভক্ত কম নেই। তাঁর অন্যতম বড় অনুরাগী ছিলেন হেনরি ফোর্ড। এক সাংবাদিকের হাত দিয়ে তাঁকে একটি সুতা কাটার চরকা উপহার দেন গান্ধী।